মেহেরপুরে ১১ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-১

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ১১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন ১ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ০৪ জন, গাংনীতে ০৪ জন, মুজিবনগর ০৩ জন।

গতকাল শুক্রবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৬৮ টি। তারমধ্যে ২১ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪০৮ জন। তার মধ্যে সদরে ১০৯ জন, গাংনীতে ২১৪ জন এবং মুজিবনগরে ৮৫ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৬৫ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৭৬ জন, গাংনী ৫৩ জন ও মুজিবনগরে ৩৬ জন।

এসময় তিনি সকলকে সামাজিক দুরত্ব,নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া,মাস্ক ব্যবহার, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাচি কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যাবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

ঝিনাইদহে সাংবাদিকদের মাঝে চেক বিতরণ

ঝিনাইদহে কর্মরত ১৮ জন সংবাদকর্মীদের মাঝে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট্রের আর্থিক সহযোগিতার চেক বিতরণ করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এতে জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সেলিম রেজা, জেলা তথ্য অফিসার আবু বক্কর সিদ্দিক, প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপুসহ অন্যান্যরা

বক্তব্য রাখেন।

পরে জেলার ৬ উপজেলায় কর্মরত ১৮ জন সংবাদকর্মীদের হাতে প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। করোনাকালে এ উপহার পেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তারা।

ঝিনাইদহে সড়কে ছিনতাইকারীদের হামলায় ভ্যান চালক আহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর-জীবননগর সড়কে দেশীয় অস্ত্র হাতে ছিনতাইকালে ছিনকাইকারীদের হামলায় শহিদুল ইসলাম সিডু (৫০) নামে এক ভ্যান চালক আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১২ আগষ্ট) রাত ১০ টার দিকে কোটচাঁদপুর-জীবননগর সড়কের কাটাখালি- জগনাথপুর নামক স্থানে অবস্থিত পুলিশ বক্সের অদূরে এঘটনা ঘটে। এসময় ছিনতাইকারীরা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ভ্যান চালককে আহত করে পালিয়ে যায়। পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করে। আহত ভ্যান চালক সিডু মহেশপুর উপজেলার আজমপুর ইউনিয়নের ৪ নং আলামপুর গ্রামের মৃত জাফর আলীর ছেলে।

আহত ভ্যান চালক সিডু জানান, বৃহস্পতিবার রাত ৯ টার দিকে কোটচাঁদপুর মেইন বাসষ্টান্ড থেকে ৩ জন যাত্রী নিয়ে খালিশপুরে যায়। ফিরে আসার সময় রাত পৌনে ১০ টার দিকে কাটাখালি- জগনাথপুর নামক স্থানে পৌছালে চলন্ত গাড়িতে মুখোশপরা অবস্থায় ১ জন যাত্রী উঠে। কিছুদূর পর আরো একজন যাত্রী উঠে আমাকে থামতে বলে।

আমি দ্রুত গতিতে ভ্যান চালালে তারা আমাকে আস্তে যেতে বলে। এর কিছুক্ষণ পর সড়কের পার্শ্ব থেকে দুইজন ব্যাক্তি এসে আমার ডান হাতে দেশীয় অস্ত্র (ছুরি) দিয়ে কোপ দেয়। ঘটনাস্থলে বিপরিত দিক থেকে আসা দুই মোটরসাইকেল আরোহী দেখে তারা পালিয়ে যায়।

এসময় আমার আত্মচিৎকারে বারোমাসা নতুন পাড়ার লোকজন ছুটে আসে।

তারা আমাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করে। ভ্যান চালন শহিদুল বলেন, ঘটনাস্থলে কোটচাঁদপুর-মহেশপুর থানার পুলিশ বক্স থাকলেও কোন পুলিশ সদস্য ডিউটিরত ছিল না।

আহতের ছেলে জালালুদ্দিন বলেন, এঘটনায় আমার বাবা সুস্থ্য হলেই সংশ্লিষ্ঠ থানায় অভিযোগ করা হবে। এদিকে স্থানীয়রা জানান, কোটচাঁদপুর-জীবননগর সড়কের এই স্থানে প্রায়ই ডাকাতি-ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। এব্যাপারে মহেশপুর থানার ওসির মোবাইলে যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ৭ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ২৯২

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ডেডিকেডেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও ১ হাজার ৮৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে আরো ২৯২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. আবদুল মোমেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘন্টায় ৭ জন কোভিড-১৯ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

তিনি আরও বলেন, কুষ্টিয়া করোনা ডেডিকেডেট জেনারেল হাসপাতালে ২শ বেডে বর্তমানে ভর্তি আছে ১৯১ জন। এর মধ্যে করোনা শনাক্ত রোগী ১৫৮ জন। বাকীদের উপসর্গ আছে। ৭০ শতাংশ রোগীর অক্সিজেন প্রয়োজন হচ্ছে।

হাসপাতাল সুত্রে জানা যায়, জেলায় এ পর্যন্ত করোনায় মোট ৬৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও ১ হাজার ৮৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে আরো ২৯২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার কমে ২৬.৯১ শতাংশ হয়েছে। এ সময় আরও ২৪৬ জন সুস্থ হয়েছেন।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডাক্তার এ এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, গত ৭ দিনেই কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত ৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর আক্রান্ত হয়েছে ১২শ ৪০ জন। জেলায় এ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ১৬ হাজার ৫৮৭ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১২ হাজার ৮৭৪ জন।

আলমডাঙ্গায় ৫শ গ্রাম গাঁজাসহ আটক-১

আলমডাঙ্গা থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫শ গ্রাম গাঁজাসহ আশাদুল হক
(৫০) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার বাড়াদি মাঝের পাড়া নিজ বাড়ি থেকে তাকে গাঁজাসহ আটক করা হয়।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি গ্রামের মাঝের পাড়ার মৃত ডা: নবীছদ্দিনের ছেলে আশাদুল হক। দীর্ঘদিন যাবৎ গোপনে তার নিজ এলাকায় গাঁজা বিক্রয় করে আসছে।

বর্তমানে পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হলেও পুলিশের চোঁখ ফাঁকি দিয়ে এ নেশাজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে।

বৃহস্পতিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এসআই সুলতান, এসআই গাফ্ফার, এএসআই আব্দুল হাই সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে বাড়াদি মাঝের পাড়া থেকে আশাদুলকে আটক করে পুলিশ। তার শরীর তল্লাশী করে কাছে থাকা শপিং ব্যাগ থেকে ৫শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বাসস্ট্যান্ডের রেজাউল চত্বরে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদ ও সচেতন নাগরিক সমাজ মানববন্ধনের আয়োজন করে।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন,বিশিষ্ট ছড়াকার ও গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুর রশীদ রিজভী,সাবেক সহকারী অধ্যাপক ও গাংনী উপজেলা সুজন-এর সভাপতি আব্দুর রশীদ,বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড আব্দুল মাবুদ,বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ইয়াছিন রেজা,গাংনী পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র নবীরুদ্দীন।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষকলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশ,ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মজনুল হক মজনু,দি উপজেলা হিন্দু হরিজন সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পাদক সাধন কুমার বিশ্বাস,ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা কমরেড আব্দুর রহিম,সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আনিসুজ্জামান লুইস,সমাজ সেবক জাহিদ বিপ্লব,জেলা যুবমৈত্রীর সাংগঠনিক সম্পাদক শামসুজ্জামান প্রমুখ।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর গাংনী এলাকা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন,চাঁদপুর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি শিপন,গাঁড়াডোব পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি বাসুদেব,বামন্দী পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ও রাবি ছাত্র রাম প্রসাদ,হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা শ্রী রাম দাশ ও অরুন সাহা প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন,হিন্দু-মুসলিম বা অন্য কোন ধর্মের মধ্য হানাহানি চাইনা। ভেদাভেদ-হানাহানি না করে সকলকে মানুষ হিসাবে থাকতে হবে।

মেহেরপুরে নতুন করে ২১ জন

করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-২

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ২১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন ২ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ০৬ জন, গাংনীতে ০৭ জন, মুজিবনগর ০৮ জন।

বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৮৩ টি। তারমধ্যে ২১ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪৩০ জন। তার মধ্যে সদরে ১২৩ জন, গাংনীতে ২২৫ জন এবং মুজিবনগরে ৮২ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৬৪ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৭৫ জন, গাংনী ৫৩ জন ও মুজিবনগরে ৩৬ জন।

এসময় তিনি সকলকে সামাজিক দুরত্ব,নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া,মাস্ক ব্যবহার, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাচি কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যাবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

মেহেরপুরে বজ্রপাতে কৃষক নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা সেন্টার পাড়া গ্রামে কৃষি জিেমিত কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন হেলাল উদ্দিন নামের এক কৃষক। আজ (১২ আগস্ট) বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টার দিকে বজ্রপাতে নিহত হন ওই কৃষক। বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে মাঠ থেকে হেলাল উদ্দীনের মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা । নিহত হেলাল উদ্দিন (২৫) হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মকলেছুর রহমানের ছেলে।

স্থানীরা ইউপি সদস্য মোহন আলী জানান, হেলাল উদদীন তার নিজ জমিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। দুপুর দুইটার দিকে আকাশে অনেক মেঘ ও বৃষ্টি শুরু হয় এবং বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। অন্যান্য কৃষকরা জমির পাশ দিয়ে যাবার সময় হেলাল উদ্দীনের মরদেহ দেখে তার পরিবারের লোকজনকে খবর দেন। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন নিহত হেলালের মরদেহ উদ্ধার করে

বাড়ি নিয়ে আসেন।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) বজলুর রহমান জানান, বজ্রপাতে নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কুষ্টিয়ায় শিশুকণ্যাকে গলা কেটে হত্যার পর ব্যাগে ভরে ক্যানেলে ফেলে দেয় আপন ফুফু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ৬ বছরের শিশু জান্নাতুল জান্নাত হত্যার ঘটনায় নিহতের ফুফুকে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১২ আগস্ট) দুপুর ২টায় কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন পুলিশ সুপার খাইরুল আলম।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, গতকাল বুধবার কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার মশান শাহাপাড়া গ্রামের জাহিদুল ইসলামের মেয়ে জান্নাতুলকে হত্যার ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে শিশুটির আপন ফুফু জহুরা খাতুনকে
(২৫) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মিরপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

জিজ্ঞাসাবাদ শেষে জহুরা এ হত্যার কথা স্বীকার করেন।

পুলিশ সুপার খাইরুল আলম আরো জানান, নিহত শিশু জান্নাতুলের মা আঁখি বেগম পারিবারিক বিরোধের জেরে কয়েকদিন আগে তার ননদ জহুরাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন।

এতে জহুরা চরমভাবে ক্ষুব্ধ হন। পরে বুধবার বিকেলে জান্নাতুল ফুফুর বাড়িতে খেলা করতে গেলে জহুরা কৌশলে তাকে রান্না ঘরে নিয়ে বটি দিয়ে গলা কেটে নৃশংসভাবে হত্যা করে।
পরে মরদেহ গুম করার জন্য প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে বাড়ির পাশের ধানক্ষেতে ফেলে রাখে।